মেহেরপুরে মাদক মামলায় একজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড

মেহেরপুরে হেরোইন রাখার মামলায় মাদক ব্যবসায়ী ছলিম উদ্দীন ওরফে
(৩৫) কে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৩ মাসের কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত।

আজ বুধবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মোহাম্মদ ওয়ালিউল ইসলাম এ রায় দেন।

দন্ডিত ছলিম উদ্দীন ওরফে কটা মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া গ্রামের মৃত জোবান শেখের ছেলে। বিচার চলাকালিন সময়ে আসামি ছলিম উদ্দীন পলাতক রয়েছেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, তৎকালিন মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) পলাশ কুমার রায় সঙ্গীয় ফোর্সসহ ২০১৯ সালের ৩ জুলাই বিকালে গোপন সংবাদে অভিযানে বামনপাড়ায় তার নিজ বাড়িতে থেকে ছলিমকে গ্রেফতার করে।

এসময় তার লুঙ্গির ভিতর থেকে পলিথিনে মোড়ানো ৩০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। এই হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণীর ৮(গ) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার মামলা নং ০৮, তারিখ ০৩/০৭/২০১৯ ইং। মামলাটি দীর্ঘদিন তদন্তের পর আইও তাকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালতে চার্জশীট দাখিল করে। মামলায় ৯ জন স্বাক্ষী তাদের স্বাক্ষ্য প্রদান করেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবি ছিলেন মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর(পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য ও আসামি পক্ষের কৌসুলি ছিলেন অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

উল্লেখ্য, দন্ডিত ছলিম উদ্দীনের বিরুদ্ধে হেরোইন, ফেনসিডিল, গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য বিক্রির অভিযোগে ৭ টি মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ১৫ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্তসহ ১৫ আসামি গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ৮ জন, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৪ ও সিআর মামলায় ৩ জন আসামী রয়েছে।

মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) সকাল থেকে আজ বুধবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।
পুলিশ সুপার মো:রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।
পুলিশের সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ বুধবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে স্ত্রী হত্যার পর স্বামীর আত্মহত্যা

স্ত্রী সাবিনা খাতুনের হত্যার পর স্বামী বিদ্যুত হোসেনের আত্মহত্যা করেছেন।

বুধবার (২৬ অক্টোবর) বেলা দেড়টার দিকে বাড়ির পাশে জনৈক আনসার

আলীর বাঁশবাগানে তার ঝুলন্ত মরদেহ দেখে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, খবর পেয়ে আমিসহ একটি টিম ঘটনাস্থলে রওনা দিয়েছি। ঘটনাস্থলে গিয়ে বিস্তারিত জানাতে পারবো।

স্থানীয়রা জানান, গতরাতের কোনো এক সময় বিদ্যুত তার পঞ্চম স্ত্রী সাবিনা খাতুন (৩২) কে মাথায় শক্ত কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করে থেতলিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সুরোতহাল রিপোর্ট শেষে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠান।
নিহত সাবিনার মা নিছারননেছা জানান, গত তিনদিন সে তার শশুর বাড়ি কুমারীডাঙ্গা গ্রামে অবস্থান করছিল। গতকাল (মঙ্গলবার) সকালের দিকে স্ত্রীসহ নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। পরে স্ত্রী সাবিনা খাতুন বাবার বাড়ি ফিরে যাবার জন্য তার পিতার বাড়িতে ফোন করেন। বিকালের দিকে সাবিনা খাতুনের ভাইসহ পরিবারের অন্যান্য লোকজন সাবিনা খাতুনকে নিতে আসলে বিদ্যুত ও তার চাচাত ভাইরা মিলে সাবিনার ভাই ও আত্মীয় স্বজনকে মারধর করে তাড়িয়ে দেই। এঘটনার পর রাতেই সাবিনাকে নির্মমভাবে মাথায় আঘাত করে থেতলিয়ে হত্যা করে বিদ্যুত।

ইতোমধ্যে গ্রামের লোকজন স্বামী বিদ্যুত হোসেনের সন্ধান করতে থাকে। হঠাৎ বাড়ির পাশে একটি বাঁশবাগানে তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান।
স্থানীয়দের ধারণা, বিদ্যুত তার স্ত্রীকে হত্যার পর গ্রেফতারের ভয়ে পালাতে না পেরেই আত্মহত্যা করেছেন।
স্থানীয়রা জানান, বিদ্যুত হোসেন বিগত চার বছরে কবিতা খাতুন, আখি খাতুন, জান্নাতুন নেছা, ইসমত আরা ও সবশেষে সাবিনা খাতুনকে বিয়ে করে।
তার শারীরিক সমস্যার কারণে তার চারটি স্ত্রী তাকে তালাক দিয়ে চলে গেছে। তার পঞ্চম স্ত্রীও তাকে তালাক দিতে চাওয়ায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করে নিজেও পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলো বলে ধারণা করছেন এলাকাবাসি।

উল্লেখ্য, বিদ্যুত গত চার বছরে মোট ৫ জন নারীকে বিয়ে করলেও প্রতিটি স্ত্রী এক সপ্তাহ বা ১৫ দিন থাকার পর তাকে তালাক দিয়ে চলে গেছে। সাবিনা খাতুনকে প্রায় ১ মাস পূর্বে বিয়ে করেন। এদিকে

ঘটনাস্থলে মেহেরপুরের এএসপি সার্কেল অপু সরোয়ার, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

কোটচাঁদপুরে চেক জালিয়াতি মামলার আসামি আটক

চেক জালিয়াতি মামলার দীর্ঘদিন পলাতক আসামি আব্দুর রাজ্জাক আটক । সে কোটচাঁদপুরের কুশনা গ্রামের মৃত বাবর আলীর ছেলে। মঙ্গলবার তাকে আটক করেছেন থানা পুলিশ। জানা যায়,ডাকবাংলার আব্দুল মান্নানের সঙ্গে কোটচাঁদপুরের কুশনা গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। এর সুবাদে আব্দুর রাজ্জাক তাকে একটা চেক দেন।

এরপর টাকা নিয়ে ঝামেলা হয় ওই দুই জনের মধ্যে। পরে আব্দুল মান্নান আদালতে চেক জালিয়াতির মামলা করেন আব্দুর রাজ্জাকের নামে।

ওই মামলায় গেল ৪/১/২০২২ সালে আদালত তাকে ৬ মাসের জেল ও ৪ লাখ টাকার জরিমানা করেন। এরপর থেকে আব্দুর রাজ্জাক দীর্ঘ ৯ মাস পলাতক ছিলেন।

খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ মঙ্গলবার সকালে কুশনা গ্রামে অভিযান চালিয়ে আব্দুর রাজ্জাক কে আটক করেন। সে ওই গ্রামের মৃত বাবর আলীর ছেলে। ওইদিনই পুলিশ তাকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠিয়েছেন থানা পুলিশ।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক শাহ মোঃ আব্দুল আজিজ বলেন,মঙ্গলবার কোটচাঁদপুর থানার সহউপপরিদর্শক (এএসআই কামাল হোসেন ও শামসুজ্জামান) উপজেলার কুশনা গ্রামে অভিযান চালান।

এ সময় তারা দীর্ঘদিন মামলায় পলাতক থাকা আসামি আব্দুর রাজ্জাক কে আটক করেন। ওইদিনই তাকে আদালতে মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠিয়েছেন থানা

পুলিশ।

মেহেরপুরে সেই বাদলের মাদক মামলায় দুই বছরের কারাদন্ড

ফেনসিডিল ও হেরোইন মামলায় মেহেরপুরের সেই বাদলকে ২ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও তিন হাজার টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

মেহেরপুর স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-২ এর বিজ্ঞ বিচারক রিপতী কুমার বিশ্বাস আজ মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) দুপুরের দিকে এ রায় দেন।

দন্ডিত মো: বাদল মেহেরপুর শহরের দীঘিরপাড়া এলাকার মৃত আজম আলীর ছেলে। মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ১৮ জুলাই দুপুরের দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বনবিভাগের সামনে থেকে বাদলকে ৬ বোতল ফেনসিডিল ও ১০ গ্রাম হেরোইনসহ সদর থানার এসআই ছাহাবুলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম আটক করে।

ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ১৯৭৪ সালের বিশেষ আইনের ২৫(১) বি ধারায় এবং হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১)ধারায় টেবিলের ১(ক)১৯(৪) পৃথক আরেকটি এজাহার দায়ের করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কৃষ্ণপদ গাইন মামলাটি তদন্ত শেষে প্রাথমিক সত্যতা পেয়ে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫-বি (১) ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

আমলী আদালতের বিজ্ঞ বিচারক চার্জশীট প্রাপ্ত হয়ে মামলাটি নিস্পত্তির জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল -১ মেহেরপুরকে প্রেরণ করেন।
মামলার স্বাক্ষ্য গ্রহণ শেষে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতায় আইনের ২৫-বি(১)(বি) ধারায় দোষী সাবস্থ্য হওয়ায় তাকে দুই বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ৩ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে তিন মাস বিনাশ্রম

কারাদন্ড প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, মো: বাদলের বিরুদ্ধে এর আগে প্রায় ডর্জন খানেক মাদক মামলায় যাবজ্জীবনসহ বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করেছেন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক। এছাড়া র্যাব ও পুলিশের খাতায় সে শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী। তার বিরুদ্ধে প্রায় ২ ডর্জ্জন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রয়েছে।

মামলায় সরকারি পক্ষের কৌশলী ছিলেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) কাজী শহিদুল হক ও আসামি পক্ষের আইনজীবি ছিলেন আসাদুল আযম খোকন।

গাংনীতে চেকের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি মঞ্জুয়ারা গ্রেফতার

চেকের মামলায় আদালত কর্তৃক ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি মঞ্জুয়ারা খাতুন (৬০) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) বিকালে গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদ সঙ্গীয় ফোর্সসহ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে মঞ্জুয়ারাকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতাকৃত মঞ্জুয়ারা খাতুন গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর গ্রামের গোলাম সরোয়ারের স্ত্রী।

মঞ্জুয়ারার বিরুদ্ধে এসসি ৭৩০/২২ নং মামলায় যশোর জজকোর্টের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ তাকে এক বছরের সাজা অনাদায়ে ৪ বছরের কারাদন্ড দিয়েছেন। পরে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা দিলে গাংনী থানা পুলিশ তাকে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেন।

আজ বিকালে মঞ্জুয়ারা খাতুনকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করেছে।

এদিকে শঞ্জুয়ারা খাতুনের ছেলে মাসুম জানান, ২০১৮ সালে আমার মা

যশোরের এনজিও আরআরএফের কাছ থেকে দেড় লাখ টাকা ঋণ নেন। সে সময় আরআরএফ এর মাঠ কর্মী আসিফকে দেড় লাখ ঋণের বিপরীতে তিনটি চেক প্রদান করা হয়। ঋণ পরিশোধ হওয়ার পর সে দুই টা চেক ফেরত দেন। একটা চেক নিয়ে চলে যান। সেই চেক দিয়ে বাদী আসিফ নিজের পরিচয় গোপন করে আমার মায়ের নামে আদম ব্যবসায়ী হিসেবে মামলা দিয়েছেন। আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আদালতে যাবো।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ ও নিয়মিত মামলায় ২ আসামি গ্রেফতার করেছে।

সোমবার দিবাগত রাতে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ মারামারির অভিযোগে নিয়মিত মামলায় ২ আসামি ও সদর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ আসামি গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম এই গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সদর ও গাংনী থানা পুলিশ সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৯ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ও নিয়মিত মামলায় ৯ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ১ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৫ জন ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে সিআর মামলায় ৩ আসামী গ্রেফতার করেছে।

রবিবার সকাল থেকে আজ সোমবার (২৪ অক্টোবর) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এই আসামি গ্রেফতার হয়।

পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলমের নির্দেশে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে এই গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন পুলিশের একাধিক টিম।

মেহেরপুর সদর থানা ও গাংনী থানা সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ সোমবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় বেশি দামে চিনি বিক্রয় লাখ টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার সরোজগঞ্জে বেশি দামে চিনি বিক্রি, মেয়াদোত্তীর্ণ মালামাল মজুদ ও মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করায় এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সরোজগঞ্জ

বাজারের মেসার্স আসাদুল স্টোর নামের একটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করে।

জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, চিনিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরোজগঞ্জ বাজারের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। এ সময় মেসার্স আশাদুল স্টোরে ২৩ দিন আগের ৭৮ টাকা কেজি দরে কেনা চিনি ১০০ টাকা দরে বিক্রির প্রমাণ পাওয়া যায়। যা সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি থেকে বিক্রির উদ্দেশ্য সংরক্ষিত প্রচুর মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য জব্দ করা হয়। নিত্যদিনের মূল্য তালিকাও প্রদর্শন করা হয়নি।

এসব অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯-এর ৩৮, ৪০ ও ৫১ ধারায় এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

গাংনীর চাঁন্দামারী গ্রামের সংঘর্ষে ১২ জন আহত

জমি দখলের জের ধরে গাংনী উপজেলার চাঁন্দামারী গ্রামে সৃষ্ঠ সংঘর্ষে ভয়পক্ষের নারীসহ ১২ জন আহত হয়েছেন।

শুক্রবার (২১ অক্টোবর) বিকেলে চাঁন্দামারী গ্রামের স্থানীয় মাঠে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। কয়েকজন স্থানীয় ভাবেও চিকিৎসা নিয়েছেন।

এক পক্ষের আহতরা হলেন, চাঁন্দামারী গ্রামের হাজেরা খাতুন, আয়েশা খাতুন, ওহিদুল ইসলাম, আলতাব হোসেন, আনারুল ইসলাম, আসাদুল ইসলাম ।
অপরপক্ষের আহতরা হলেন বিল্লাল হোসেন মহিবুল ইসলাম, ও জয়নাল আবেদীন।
আহত ওহিদুল ইসলাম জানান, জমি নিয়ে একই প্রতিপক্ষ বিল্লাল হোসেনের সাথে দীর্ঘদিন বিরোধ চলে আসছে।ওই জমি আমাদের দখলে

রয়েছে। এবছর আমরা ওই জমিতে ধান রোপন করেছিলাম। শুক্রবার বিকেলে ওই মাঠে গিয়ে দেখছি মহিবুলসহ তার লোকজন ট্রাক্টর দিয়ে ধানের জমি চাষ করছেন। তাদের বাঁধা দিলে, তারা আমাকে মারধর করেন। পরে আমার আমার লোকজন এগিয়ে আসলে, উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এদিকে মহিবুল ইসলাম জানান, আমাদের জমি ওরা জোর করে দখল করে ধান বুনেছে। আমরা সেই জমি চাষ করতে গেলে তারা আমাদের উপর হামলা করে জখম করে।